রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮

নং ১১৬ (আমঃমুঃপ্রঃ)/আইন-অনুবাদ-০৮/০৮—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ০৭ নং আইন) নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ)

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০

(১৯৮১ সনের ৭ নং আইন)

[৫ জুন, ১৯৮১]

প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে

অথবা উহা হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার-প্রয়োগের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের **১১৭** অনুচ্ছেদে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এতদ্‌সম্পর্কে বিধান করা হইয়াছে যে, সংসদ প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে, অথবা উহা হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার-প্রয়োগের জন্য আইন দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

এবং যেহেতু অনুরূপ এখতিয়ার প্রয়োগ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন**।—(১) এই আইন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী *গেজেটে প্রজ্ঞাপন* দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

(২) **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(কক) **"সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই আইনের তফসিলে বর্ণিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, বা সংস্থা;

(খ) **"ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল।

৩। **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালের জন্য এখতিয়ার প্রয়োগের সীমানা নির্ধারণ করিবে।

(৩) প্রতিটি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল একজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যিনি জেলা জজ হিসাবে কর্মরত আছেন বা ছিলেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ চাকুরীর শর্তে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৪। **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।**—(১) প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কোন সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার পেনশনের অধিকারসহ চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে, অথবা প্রজাতন্ত্রের অথবা সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্যব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন আবেদনের শুনানী এবং তদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের একক এখতিয়ার *(exclusive jurisdiction)* থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কোন সংস্থার কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যদি তিনি পেনশনের অধিকারসহ চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের কারণে অথবা প্রজাতন্ত্রের অথবা সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থার চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্যব্যবস্থা গ্রহণের কারণে সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কোন সংস্থার চাকুরীর শর্তাবলী বা উক্ত চাকুরী-শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়ে, আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন কোন ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত, আদেশ বা কার্যব্যবস্থা রদ *(set aside)*, পরিবর্তন বা সংশোধন হইতে পারে, সেই বিষয়ে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তদ্‌বিষয়ে কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিকট কোন আবেদন করা যাইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শর্তাংশে *(proviso)* উল্লিখিত আদেশ, সিদ্ধান্ত বা কার্যব্যবস্থা সংক্রান্ত আপীল বা আবেদন যাহা পুনর্বিবেচনার জন্য ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের বা দাখিল করা হইয়াছে অথচ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুই মাসের মধ্যে গৃহীত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে, অনুরূপ সময় অতিক্রান্তের পর, এই ধারার অধীন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন দাখিল করিবার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনের আপীল না মঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বা কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ বা প্রদান অথবা ক্ষেত্রমত উক্ত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে কোন আবেদন করা না হইয়া থাকিলে, এইরূপ আবেদন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত হইবে না।

(৩) এই উপ-ধারায় প্রজাতন্ত্রের অথবা সরকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তি বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যাহাকে ইতোমধ্যে চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করা হইয়াছে অথবা যিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন অথবা চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারিত বা অব্যাহতি পাইয়াছেন, তবে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বা বাংলাদেশ রাইফেলসের কোন ব্যক্তি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

৫। **প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে কর্মরত আছেন বা ছিলেন অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের যোগ্য এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন, এবং অবশিষ্ট একজন সদস্য প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে যুগ্নসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ পদে কর্মরত আছেন বা ছিলেন, এবং অন্য সদস্য জেলা জজ হিসাবে কর্মরত আছেন বা ছিলেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(৪) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ শর্তে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৬। **প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।**—(১) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের আপীল শুনানী এবং বিবেচনার ক্ষমতা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে থাকিবে।

(২) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২ক) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত তিন মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পরেও, তবে ছয় মাসের পরে নহে, যে কোন আপীল গৃহীত হইতে পারে, যদি আপীল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্বের পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল।

(৩) আপীল আবেদনের ভিত্তিতে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ রদ, পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং এইরূপ আপীল নিষ্পত্তিতে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত, ধারা ৬ক এর বিধান সাপেক্ষে, চূড়ান্ত হইবে।

৬ক। **সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ।**—(১) এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী হাইকোর্টের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য হয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

৭। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও পদ্ধতি**।—(১) আপীল বা, ক্ষেত্রমত, আবেদনের শুনানীর উদ্দেশ্যে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোন মামলা বিচারের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন দ্বারা আদালতে হাজির হইবার জন্য সমন জারী এবং তাহাকে আদালতে হাজির হইবার জন্য বাধ্য করা এবং শপথপূর্বক তাহাকে পরীক্ষা করা;

(খ) প্রয়োজনে যে কোন দলিল উদ্ধার ও উপস্থাপন করা;

(গ) প্রয়োজনে শপথপূর্বক *(affidavit)* সাক্ষ্যগ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিস হইতে সরকারী দলিলপত্র বা উহার কোন অনুলিপি তলব *(requisition)* করা;

(ঙ) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা কোন দলিলপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন গঠন করা;

(চ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়।

(২) ট্রাইব্যুনালের কোন কার্যপদ্ধতি দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে বিচারিক কার্যপদ্ধতি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে ট্রাইব্যুনাল বসিবে *(hold sitting)*।

(৩ক) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের মধ্যে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রাধান্য পাইবে।

(৩খ) যদি, শুনানী চলাকালিন চেয়ারম্যান বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের যে কোন সদস্য যে কোন কারণে উহার কোন শুনানীতে যোগদান করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে উক্ত শুনানী অন্য দুইজন সদস্যের সম্মুখে অব্যাহত থাকিতে পারিবে।

(৪) ও (৫) *[প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]*

(৬) ট্রাইব্যুনালের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সদস্য অথবা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপে প্রশাসনিক বিন্যাস করিতে পারিবেন।

(৭) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, লিখিত আদেশ দ্বারা, যে কোন মামলার চলমান কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে, উহা এক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(৮) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল কোন আপীল বা, ক্ষেত্রমত, দরখাস্ত শুনানীর উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন দ্বারা বা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি দ্বারা কোন বিষয়ে এইরূপ কোন পদ্ধতি নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল তৎবিষয়ে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

৭ক। **আবেদনকারীর মৃত্যু** ।—(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন এবং উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের বিরুদ্ধে ধারা ৪ এর অধীন আবেদন দাখিল করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদনকারীর মামলা করিবার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিবে যদি উক্ত চাকুরী আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন পেনশনযোগ্য হইয়া থাকে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন মামলা করিবার অধিকার বিদ্যমান থাকে, সেইক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির এইরূপ বৈধ প্রতিনিধি যিনি মৃত আবেদনকারীর মৃত্যুতে অথবা অবসরে পেনশন সুবিধা প্রাপ্য হইতেন তিনি আবেদনকারীর মৃত্যুর পর ষাট দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, আপীল বিভাগে আবেদনের ভিত্তিতে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি উক্তরূপ পেনশনের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন যাহা মৃত ব্যক্তি অপসারিত বা বরখাস্ত হইয়া থাকিলে প্রাপ্য হইতেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ পেনশন সুবিধা পরিশোধ করা হইবে না, যদি না ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, আপীল বিভাগ উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণ অবৈধ বা, ক্ষেত্রমত, বাতিল ঘোষণা করে;

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আবেদনকারী যে তারিখে বরখাস্ত বা অপসারিত হইয়াছিলেন সেই তারিখে মৃত্যুবরণ বা, ক্ষেত্রমত, অবসর গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন।

৭খ। **আবেদনপত্রের সংশোধন** ।—(১) ট্রাইব্যুনাল, কার্যধারা চলাকালিন যে কোন পর্যায়ে, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে আবেদনকারীকে আবেদন পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশের বাধ্যবাধকতা** ।—(১) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ, আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য বাধ্যকর হইবে।

(২) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ, আপীল বিভাগ বা ক্ষেত্রমত প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য বাধ্যকর হইবে।

৯। **বাধাদানের শাস্তি** ।—(১) আইনসংগত কারণ ব্যতিত কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা প্রদান করিলে, ট্রাইব্যুনাল তাহাকে অনধিক একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে।

১০। **আদালতের এখতিয়ারে বাধা।**—(১) এই আইন সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালে কোন কার্যক্রম, আদেশ বা সিদ্ধান্তকে অন্য কোন আদালতে তর্কিত, পুনর্বিবেচনা, বাতিল বা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাইবে না।

১০ক। **ট্রাইব্যুনাল অবমাননা।**—(১) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কর্তৃত্বকে অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের যেরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে উহার সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

(২) *[প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।]*

১১। **অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

১২। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী *গেজেটে প্রজ্ঞাপন* দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) যে ফরমে ও পদ্ধতিতে এবং ফিস পরিশোধের মাধ্যমে আবেদন বা আপীল দায়ের করা হয়;

(খ) আবেদনপত্র বা আপীল নিবন্ধন;

(গ) আবেদনপত্র বা, ক্ষেত্রমত, আপীল শুনানীকালে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(ঘ) নোটিশ জারী, সমন প্রদান এবং ফরমায়েশের (requisition) ফরম এবং পদ্ধতি;

(ঙ) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সংরক্ষণ বা প্রস্তুত করা হইবে এইরূপ রেকর্ড ও প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারণ করা;

(চ) ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ বাস্তবায়ন করা;

(ছ) নির্ধারিতব্য বা নির্ধারণ করা যাইতে পারে এইরূপ যে কোন বিষয়।

১৩। **হেফাজত।**—(১) ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কিত সকল মামলা, মোকদ্দমা, দরখাস্ত ও আপীল যাহা এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন আদালতে বিচারাধীন ছিল, উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এইরূপে বিচার, শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে যেন এই আইন কার্যকর হয় নাই।

তফসিল

[ধারা ২(কক) দ্রষ্টব্য]

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকসমূহ (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ পি. ও. নং ২৬) এর অধীন গঠিত সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ পি. ও. নং ১২৭) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক।

(৩) বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ পি. ও. নং ১২৮) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা।

(৪) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ পি. ও. নং ১২৯) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক।

(৫) বাংলাদেশ গৃহঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ পি. ও. নং ৭) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ গৃহঋণ সংস্থা।

(৬) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ পি. ও. নং ২৭) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

(৭) বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন।

(৮) গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন গঠিত গ্রামীণ ব্যাংক।

(৯) বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন গঠিত বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

(১০) কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৭ নং আইন) এর অধীন গঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংক।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।